মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ৯টি মোবাইল উদ্ধার করে ফেরত দিল পুলিশ

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা হতে হারিয়ে যাওয়া ৯টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার।

আজ রবিবার মেহেরপুর পুলিশ লাইনের গ্রেল সেডে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভা শেষে উদ্ধারকৃত ৯টি মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেন।

এসময় মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

মোবাইল ফেরত প্রাপ্তদের মধ্যে গাংনীর জালশুকা গ্রামের রাকিবুল ইসলামের ভিভো ওয়াই১১, মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের রেডমি ৮, চাঁদবিলের মোঃ রাফিউল ইসলামের গ্যালাক্সি গ্রান্ড প্রাইম, গাংনী দুর্লভপুরের আতাউর রহমানের গ্যালাক্সি জে২, মেহেরপুর পোস্ট অফিস পাড়ার জিয়াউর রহমান আকাশের শাওমি ৭, শ্যামপুরের সজিব হোসেনের ৫স্টার, শহরের মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের ১প্লাস ৬, গাংনীর সাব্বির আহমেদের ভিভো ১৯৩৮ এবং কালাচাঁদপুরের আলিফ মিয়ার রিয়েলমি সি১৫ পুলিশ সুপারের কাছে থেকে বুঝে নিয়েছেন।

মাসিক কল্যাণ সভায় তিন থানার ওসিসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টিকা নিয়েও করোনা আক্রান্ত মেহেরপুরের এসপি

প্রথম ডোজ টিকা নেওয়ার ১মাস ৩দিন পর করোনা আক্রান্ত হলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) এস এম মুরাদ আলী (৫১) ।

আজ শনিবার দুপুরে মেহেরপুর বক্ষ ব্যাধি ক্লিনিক (সিডিসি) থেকে প্রাপ্ত জিন এক্সপার্ট মেশিনের রিপোর্টে এ তথ্য জানা গেছে। সিডিসি থেকে ২টি ফলাফল পাওয়া যায়। তার মধ্যে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা। নাসির উদ্দিন জানান, পুলিশ সুপার মহোদয় কোভিড ১৯ ভ্যাকসিনের ১ম ডোজ নিয়েছেন। তারপরও তিনি আজ করোনা পজিটিভ হলেন।
উল্লেখ্য, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে কোভিড ভ্যাকসিন কেন্দ্রে গিয়ে টিকার ১ম ডোজ গ্রহণ করেছিলেন।

গাংনীতে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের কাষ্টদহ গ্রাম থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শুক্রবার সকাল সোয়া ১০টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের এসআই জহির রায়হানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল বোমা সদৃশ্য বস্তুটি উদ্ধার করে।

এসআই জহির রায়হান জানান,কাষ্টদহ গ্রামে একটি বোমা পড়ে আছে- এমন সংবাদ পেয়ে পানি ও বালি ভর্তি বালতিতে করে সেটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে বস্তুটি পরীক্ষার পর বলা যাবে সেটি বোমা নাকি অন্য কিছু।

মেপ্র/ইএম

জীবননগরে ইয়াবাসহ আটক-২, ট্রাক জব্দ

জীবননগরে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার দিবাগত রাত ১টার সময় জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলামের নির্দেশে জীবননগর থানার এস আই তাইফুজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে জীবননগর পৌর সভার বসতিপাড়ায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ট্রাকের মধ্যে থেকে ৫০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জীবননগর পৌর সভার আশতলা পাড়ার মৃত মীর আলাউদ্দিনের ছেলে মেহেদী হাসান (৩৫) এবং শাপলাকলি পাড়ার মৃত আরফান আলীর ছেলে সোহেল রানা (২১) আটক করে পুলিশ।
এ বিষয়ে জীবননগর থানায় একটি মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় স্ত্রীর মামলায় স্বামী আটক

স্ত্রীর দায়েরকৃত যৌতুক ও নারী নির্যাতন মামলায় স্বামী হাসানকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দুপুর ৩ টার দিকে ঘোলদাড়ি পাইকপাড়া গ্রাম থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের ঘোলদাড়ি পাইকপাড়া গ্রামের আজিজুল হোসেনের ছেলে হাসান (২৬) এর সাথে সদর থানাধীন সরোজগঞ্জের ভুল্টিয়া নবীনগর গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেনের মেয়ে দীপ্তি খাতুনের সাথে গত ২ বছর পূর্বে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়।
তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। বৈবাহিক সূত্রে, দীপ্তির পিতা তার জামাইকে ১ টি ডিসকভারি মোটরসাইকেল যৌতুক হিসেবে দেয়। মোটরসাইকেল দেওয়ার কয়েক মাস পরেই দীপ্তিকে তার বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলে হাসান।
দীপ্তি তার পিতার বাড়ি থেকে টাকা আনতে নারাজ হওয়ায় তাকে মারপিট করে। মেয়ের সুখের আশায় দীপ্তির পিতা আবারো ৫০ হাজার টাকা দেয়।

টাকা দেওয়ার ৬ মাস পার হতে না হতেই আবারো টাকার নেশা ওঠে হাসানের। শ্বশুরের ২ বিঘা জমি বিক্রয় করে ৫ লক্ষ টাকা আনতে বলে স্ত্রী দীপ্তিকে।
দীপ্তি আবারো তার বাবার নিকট থেকে জমি বিক্রয় করে টাকা আনতে পারবে না বলে জানায়। হাসান তার স্ত্রীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে রুটি বানানো বেলুন দিয়ে বেধড়ক মারপিট করে।
এ ঘটনায় দীপ্তি গুরুত্বর আহত হওয়ার সংবাদে তার পিতা জাহাঙ্গীর উপস্থিত হয়ে দীপ্তিকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ ঘটনায় দীপ্তি বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করে।

সুখের সংসার ফিরে পেল আছমিনা খাতুন

পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার। আছমিনা খাতুন (২৪), পিতা-মৃত আশরাফ আলী, সাং-ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গা এর সাথে শাহাবুল ইসলাম (৩০), পিতা- রফিকুল ইসলাম, সাং- ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গার ০৪ বছর আগে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক বিবাহ হয়।
গত ১ বছর থেকে বিভিন্ন সময়ে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনার নিকট বিভিন্ন অজুহাতে টাকা দাবী করে আসছিল। আছমিনা সংসারের সুখের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন সময়ে তার পিতার বাড়ি হতে টাকা এনে তার স্বামীকে দেয়। এরপরও শাহাবুল আরো টাকার জন্য আছমিনা’কে চাপ প্রয়োগ করলে আছমিনা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনাকে শারীরিক ও মানষিক নির্যাতনসহ তালাকের ভয় দেখায়।
আছমিনা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় তার সমস্যার সমাধান না পেয়ে অবশেষে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত অভিযোগটি তার কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এ কর্মরত নারী এএসআই (নিরস্ত্র)/মিতা রানী বিশ্বাস’কে দিলে তিনি উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন। উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় শাহাবুল (৩০),

এবং আছমিনা খাতুন(২৪) দম্পত্তি পুনরায় সংসার করতে সম্মত হয়। ফলে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের কল্যাণে আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার।

পুলিশ সদস্যরা মানুষের কল্যাণে সব সময় নিয়োজিত থাকবেন: কুষ্টিয়ার এসপি

কুষ্টিয়ায় নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার (এসপি) মো: খাইরুল আলম বলেছেন, পুলিশ হবে মানবিক। পুলিশ সদস্যরা মানুষের কল্যাণে সব সময় নিয়োজিত থাকবেন। সব সময় আমরা দেশ ও সমাজের জন্য কাজ করে যাব। তাছাড়া কুষ্টিয়া থেকে মাদকদ্রব্য, অপকর্ম, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গি দমনসহ সব ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি দমনে পুলিশ কাজ করবে।
গতকাল মঙ্গলবার (২রা মার্চ) দুপুরে কুষ্টিয়ার গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার খাইরুল আলম এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। কুষ্টিয়ার পুলিশ জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করবে সব সময়। সাধারণ মানুষ যাতে কোনো হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুলিশ সদস্যদের কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, পুলিশের ন্যায় সাংবাদিকদের ভূমিকাও অতুলনীয়। কারণ পুলিশ-সাংবাদিক একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। এ সময় তিনি কুষ্টিয়ায় কর্মরত সব সাংবাদিকের সার্বিক সহায়তা কামনা করেন।
কুষ্টিয়া পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অপরাধ) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কুষ্টিয়া সদর সার্কেল) আতিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, কেপিসির সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লবসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী।

গাংনীতে ফেন্সিডিলসহ আটক-২

মেহেরপুরের গাংনী থেকে ২৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে গাংনীর কাজীপুর হাড়াভাঙ্গা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো, সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামের আল আমিন হোসেন এর ছেলে জুল হেসেন ওরফে জুয়েল
(২৫) ও ফতেপুর গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেন এর ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৫)।
এস আই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে এই মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। সঙ্গে ছিলেন, এ এস আই জসিম ও আহসান হাবিব। জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনীর কাজীপুর হাড়াভাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে দুজন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবির একটি চৌকশ দল। এ সময় তাদের কাছ থেকে ২৮ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। আটককৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা গোয়েন্দা কার্যালয়ে আনা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি নিয়মিত মামালা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২ জনের জেল, ১ জনের নামে মামলা

দর্শনায় মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের মাদক বিরাধী অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
এ অভিযানে গাঁজাসহ ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। ২ জনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা ও ১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল বিকাল ৫ টার দিক দর্শনা দক্ষিণচাদপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্র অধিদপ্তরের সদস্যরা অভিযান চালিয় গাঁজাসহ আটক করে রশিদ মিয়ার স্ত্রী আমেনা, আবুবক্করের ছেল তুহিন ও গাফফারেক। তুহিন ও আমেনাকে চুয়াডাঙ্গা

নির্বাহী অফিসার সুরাইয়া মমতাজ ১ বছর ও ২ মাসর পথক কারাদণ্ডে দণ্ডিতসহ ৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। গাফফারের বিরুদ্ধে পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন বাদী হয় দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

কুষ্টিয়ায় “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উদযাপন

কুষ্টিয়ায় কর্তব্যরত অবস্থায় নিহত পুলিশ সদস্যদের স্মরণে “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উদযাপন করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ লাইন্সে জেলা পুলিশের আয়োজনে “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উদযাপন করা হয়।
তাঁদের অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তাদের স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম। এ সময় পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ নিহতদের পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে নিহত পুলিশ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। “পুলিশ মেমোরিয়াল ডে” উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালি শহর প্রদক্ষিণ শেষে পুলিশ লাইন্স সম্মেলন কক্ষে নিহতদের স্বজনদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম।
এ সময় তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। সাধারণ মানুষ যখন ঘুমায় তখন পুলিশ জেগে থাকে। মানুষের নিরাপদ ঘুম নিশ্চিত করে। এ দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন।
কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, তারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাদের পরিবারের কল্যাণ দেখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি বলেন, নিহত পুলিশ সদস্যদের পরিবারকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক।
তিনি আরও বলেন, পুলিশের পেশা অন্য যে কোন চাকরির চেয়ে